



116064 - কথা বলে কথিবা স্থান পরবির্তন করে ফরজ নামায থেকে নফল নামাযকে পৃথক করা মুস্তাহাব

প্রশ্ন

আমি ফরজ নামায শেষে যদি নফল নামায পড়তে চাই; সেক্ষেত্রে নফল নামাযের জন্য স্থান পরবির্তন করা কি মুস্তাহাব; যাতে করে পৃথিবীর একাধিক স্থান আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

হ্যাঁ; কথা বলে কথিবা স্থান পরবির্তন করে মাধ্যমে ফরজ নামায থেকে নফল নামাযকে পৃথক করা মুস্তাহাব। এ পৃথক করার সর্বোত্তম পদ্ধতি হচ্ছে- নিজ ঘরে গিয়ে নফল নামায আদায় করা। কারণ ফরজ নামায ছাড়া ব্যক্তির সর্বোত্তম নামায হচ্ছে- তার নিজ ঘরে আদায়কৃত নামায। এ বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহিহ হাদিস সাব্যস্ত হয়েছে। ফরজ নামায থেকে নফল নামাযকে পৃথক করার ব্যাপারে সহিহ মুসলমি মুয়াবিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: “যখন তুমি জুমার নামায আদায় করবে তখন তুমি এর সাথে অন্য কোন নামাযকে মিলিয়ে ফলেবে না; কথা বলে কথিবা মসজদি থেকে বেরিয়ে গিয়ে পৃথক করবে।” কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সনে নির্দেশ দতিনে- “এক নামাযের সাথে যেনে অন্য নামাযকে মিলিয়ে ফলো না হয়; আমরা যেনে কথা বলি কথিবা মসজদি থেকে বেরিয়ে যাই।”

ইমাম নববী সহিহ মুসলমিরে ব্যাখ্যায় বলেন: “এ হাদিসের মধ্যে আমাদের মাযহাবের আলমেগণ (তথা শাফয়ে ফিকাহদিগণ) যা বলেন এর সপক্ষে দলিল রয়েছে। অর্থাৎ যে কোন সুন্নত নামায আদায় করার জন্য ফরজ নামায যে স্থানে আদায় করা হয়েছে সে স্থান ছেড়ে অন্যস্থানে যাওয়া মুস্তাহাব। আর সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে- বাড়িতে গিয়ে সুন্নত নামায আদায় করা; কথিবা মসজদির অন্য কোন জায়গায়, কথিবা মসজদির বাইরে অন্য কোন স্থানে; যাতে করে ব্যক্তির সজিদার স্থান বৃদ্ধি পায় এবং যাতে করে দৃশ্যতঃ ফরজ নামায থেকে নফল নামায পৃথক হয়ে যায়। তাঁর কথা: “কথা বলে” এর মধ্যে দলিল রয়েছে যে, এই দুই প্রকার নামাযের মাঝে কথা বলার মাধ্যমেও পৃথকীকরণ করা যায়। তবে স্থান পরবির্তন করে মাধ্যমে পৃথক করা উত্তম; ইতিপূর্বে যসেব দলিল উল্লেখ করছে সেগুলোর ভিত্তিতে। আল্লাহই ভাল জানেন।[সমাপ্ত]

আবু দাউদ (৮৫৪) ও ইবনে মাজাহ (১৪১৭) একটি হাদিস সংকলন করছেন -হাদিসটির ভাষা ইবনে মাজাহ এর- আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তোমাদের কউ যখন নামায পড়ে তখন কি



সে একটু সামনে কথিবা পছেনে, কথিবা ডানে কথিবা বামে সরে আসতে পারে না; মানে- নফল নামাযে” অর্থাৎ কটে যদি ফরজ নামাযের পর নফল নামায পড়ে।[আলবানী সহি সুনানে ইবনে মাজাহ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহি বলছেন]

আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা গ্রন্থে (২/৩৫৯) শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন: “

জুমার ফরজ নামায ও অন্য ফরজ নামায থেকে নফল নামাযকে পৃথক করা সুন্নত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহি হাদিসে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি এক নামাযের সাথে অন্য নামাযকে মিলিয়ে ফলেতে নষিধে করছেন। দাঁড়ানোর মাধ্যমে কথিবা কথা বলার মাধ্যমে দুই নামাযের মধ্যে পার্থক্য করা যায়। তাই অনেকে মানুষ যা করে থাকেন ‘(ফরজ) নামাযের সালাম ও দুই রাকাত সুন্নত নামাযের মাঝখানে কোনে বচ্ছিন্নতা তরী না করা। নশিচয় এটি করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নষিধোজ্জগাতে লিপ্ত হওয়ার নামান্তর। এ নষিধোজ্জগার রহস্য হল যনে ফরজ নামায ও নফল নামাযের মধ্যে পার্থক্য তরী করা যায়। যমেনভাবে ইবাদত ও ইবাদত নয় এমন কর্মের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। এ কারণে অনতবিলম্বে ইফতার করা, বলিম্বে সহেরী খাওয়া ও ঈদরে দনি নামাযের আগে খাবার গ্রহণ করা মুস্তাহাব করা হয়েছে এবং রমজান শুরু হওয়ার একদনি কথিবা দুইদনি আগে থেকেই রোজা রাখা নষিধে করা হয়েছে। এ সবকিছুই করা হয়েছে যাতে করে রোজার মধ্যে আদষ্টি ও অনাদষ্টি বযিরে মধ্যে পার্থক্য করা জন্য এবং ইবাদত ও গর-ইবাদতের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য। এবং একইভাবে জুমার সাথে অন্য কছির পার্থক্য তরী করা যায় যা পালন করা আল্লাহ তাআলা ফরজ করছেন।[সমাপ্ত]

তাই ফরজ ও নফল নামাযের মধ্যে পার্থক্য করার কারণ হল- একটিকে অন্যটিকে পৃথক করা। কছি কছি আলমে অন্য একটিকে কারণও উল্লেখ করেনে সেটি হচ্ছে- সজিদার স্থান বাড়ানো; যাতে করে কয়ামতরে দনি তার পক্ষ্যে সাক্ষ্য দতি পারে ইতপূর্ববে ইমাম নববীর বক্তব্যে যা এসছে।

আল-রমলি তার ‘নহিয়াতুল মুহতাজ’ গ্রন্থে (১/৫৫২) বলেন: ফরজ নামায কথিবা নফল নামাযের জন্য পূর্ববরে ফরজ নামায কথিবা নফল নামায থেকে অন্যত্র স্থানান্তরতি হওয়া সুন্নত। যাতে করে ব্যক্তরি সজেদার স্থান বাড়বে। যহেতু সজেদার স্থানগুলো কয়ামতরে দনি তার পক্ষ্যে সাক্ষ্য দবি এবং এভাবে ভূখণ্ডকে ইবাদতরে মাধ্যমে জীবন্ত করা হয়। যদি অন্য স্থানে স্থানান্তরতি না হয় তাহলে কোনে মানুষের সাথে কথা বলে ছদে তরী করবে।[সমাপ্ত]

আল্লাহই ভাল জানেন।